بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

AHMADIYYA MUSLIM COMMUNITY
Press & Media Office

প্রেস বিজ্ঞপ্তি
২৬ অক্টোবর ২০১৯

জার্মানীর নাহে-তে নতুন মসজিদের উদ্বোধন করলেন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রধান

বায়তুল বাসীর মসজিদ উদ্বোধন ও মাহদী আবাদ কম্প্লেক্স থেকে জুমু'আর খুতবা প্রদান করলেন হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.)

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আনন্দের সাথে ঘোষণা করছে যে, ২৫ অক্টোবর ২০১৯, আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের বিশ্ব প্রধান, পঞ্চম খলীফাতুল মসীহ, হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) জার্মানীর নাহে-তে অবস্থিত মাহদী আবাদ কম্প্লেক্সে বায়তুল বাসীর মসজিদের উদ্বোধন করেছেন।

হুযূর আকদাস আনুষ্ঠানিকভাবে একটি স্মারক উন্মোচন এবং আল্লাহতা'লার কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে দোয়ার মাধ্যমে মসজিদের উদ্বোধন করেন।

এরপর, হুযূর আকদাস তাঁর সাপ্তাহিক জুমু'আর খুৎবা মাহদী আবাদ কমপ্লেক্স থেকে প্রদান করেন যেখানে তিনি নিয়মিত ইবাদত ও নামাযের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

খুতবার শুরুতে হুযূর আকদাস সূরা আল হাজ্জ-এর ৪২ নম্বর আয়াত পাঠ করেন যেখানে বলা হয়েছে:

"এরা এমন লোক যে, যদি আমরা তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত করি, তাহলে তারা নামায পড়বে ও যাকাত দিবে এবং সৎকর্মের আদেশ দিবে ও মন্দ কর্ম থেকে নিষেধ করবে। বস্তুত সকল কর্মের পরিণাম আল্লাহর হাতে।"

পবিত্র কুর'আনের আয়াতের ব্যাখ্যা করে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"এ আয়াতটিতে আল্লাহতা'লা আমাদের দৃষ্টি এ বিষয়ের দিকে আকর্ষণ করেছেন যে, প্রকৃত মু'মিন তারা যারা যখন ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হয় এবং অত্যাচারিত থাকার পর শান্তির অবস্থা লাভ করে এবং যখন তাদেরকে স্বাধীনভাবে ইবাদতের সুযোগ করে দেয়া হয়, তখন তারা নিজেদের কামনা বাসনা বা স্বার্থ চরিতার্থ করার বিষয়ে লিপ্ত হয়ে পড়ে না। বরং, তারা মসজিদগুলোতে নামাজ এবং ইবাদত প্রতিষ্ঠা করে। আল্লাহতা'লার ভয়কে হৃদয়ে ধারণ করে তারা মানবতার সেবা করে, তারা নিজেদের অর্থ হতে দরিদ্র ও অভাবীদের সাহায্য করে।"

হুযূর আকদাস উপস্থিত সকলকে স্মরণ করান যে কতক দেশে আহমদী মুসলমানেরা ইবাদতের বিষয়ে স্বাধীন নয় সুতরাং তারা যারা নির্বিঘ্নে ইবাদতের সুযোগ পেয়েছেন তাদের এই সুযোগের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করা উচিত এবং তাদের নিজ ধর্মীয় দায়িত্ব পালন করা উচিত।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“পাকিস্তানের আহমদী মুসলমানদের ধর্মীয় স্বাধীনতা নেই। (আহমদী-বিরোধী) আইন আমাদেরকে মসজিদ নির্মাণ এবং আল্লাহতা’লার প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন এবং তাঁর ইবাদত করতে দেয় না। এর বিপরীতে, জার্মানিতে আমরা মসজিদ নির্মাণ করতে পারি এবং আল্লাহতা’লার প্রতি আমাদের দায়িত্ব পালন করতে পারি। উপরন্তু, পশ্চিমা দেশগুলোতে হিজরতের পর অধিকাংশ মুসলমানের আর্থিক অবস্থার উন্নতি হয়েছে। বিশ্বের এ অংশে বসবাসকারী প্রত্যেক মুসলমানের এ বিষয়টি স্মরণ রাখা উচিত এবং খোদাতা’লা ও মানবতার প্রতি তাদের দায়িত্ব পালনের বিষয়ে সচেষ্ট হওয়া উচিত। উপরন্তু, মসীহ মাওউদ (আ.)-এর প্রতি আমরা যে অঙ্গীকার করেছি এমন হওয়া উচিত যে আমাদের মসজিদগুলো যেন সর্বদা আমাদেরকে সে বিষয় স্মরণ করিয়ে দেয়।”

আল্লাহ তা’লার নৈকট্য অর্জনের বিষয়ে কথা বলতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

“এটিই আল্লাহতা’লার প্রতিশ্রুতি যে, যে কেউ যদি আন্তরিকতা ও দৃঢ় প্রতিজ্ঞার সাথে খোদাতা’লার নৈকট্য লাভের জন্য সচেষ্ট হন এবং খোদাতা’লার মাহাত্ম্য উপলব্ধি এবং তার নৈকট্য লাভের জন্য সচেষ্ট হন, তিনি দেখবেন যে সর্বশক্তিমান খোদাতা’লা স্বয়ং সেই ব্যক্তির দিকে এসে যান।”

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

“মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) বলেন যে যখন কোনো ব্যক্তি খোদাতা’লার দিকে এক ধাপ অগ্রসর হন খোদাতা’লা তার দিকে দুই ধাপ অগ্রসর হন; যদি কোন ব্যক্তি তাঁর দিকে হেঁটে অগ্রসর হন তবে খোদাতা’লা তাঁর দিকে দৌড়ে ছুটে আসেন। তাই কেউ যদি খোদাতা’লার নৈকট্য লাভের ক্ষেত্রে ব্যর্থ হন তবে এর জন্য তিনি স্বয়ং দায়ী।”

তার খুতবা শেষ করতে গিয়ে হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) দোয়া করেন:

“আল্লাহতা’লা সকল আহমদী মুসলমানদের তাদের নিজেদের মধ্যে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার এবং নামাযসমূহ সর্বোত্তম উপায় আদায় করার তৌফিক দিন। আমাদেরকে তৌফিক দিন আমরা যেন আর্থিক কুরবানির মাধ্যমে আমাদের সম্পদকে পবিত্র করতে এবং আমাদের নৈতিক মান কে উন্নত করতে পারি। আর আমরা যেন সমাজের মাঝে শান্তি ও কল্যাণ ছড়িয়ে দিতে পারি।”

দিনের পরবর্তী অংশে হুযূর আকদাস মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়া (আহমদীয়া মুসলিম যুব সংগঠন) জার্মানির এক সমাবেশে বক্তব্য রাখেন যেখানে তিনি বিনয় অবলম্বন এবং যুগ খলিফার নির্দেশনা অনুসরণের গুরুত্ব তুলে ধরেন।

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) বলেন:

"যদি কোন ব্যক্তিকে কোন কর্মকর্তার দায়িত্ব প্রদান করা হয়, তার নিজেকে অন্য চেয়ে ঊর্ধ্বতন মনে করা উচিত নয়। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রত্যেক কর্মকর্তার মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর হাদীসটি অনুধাবন করা উচিত যে 'জাতির নেতা জাতির সেবক।' যদি প্রত্যেক কর্মকর্তার মধ্যে এই প্রেরণা প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় তবে একটি আধ্যাত্মিক বিপ্লব আনয়ন করা সম্ভব। নযম আবৃত্তি করা আর বক্তৃতা করার মধ্যে কোন লাভ নেই যদি কারো কথার সাথে তার মতাদর্শ এবং আমলের মিল না থাকে।"

হযরত মির্যা মসরূর আহমদ (আই.) আরো বলেন:

"এটি স্মরণ রাখা উচিত যে মজলিস খোদ্দামুল আহমদীয়ার অন্যতম প্রধান দায়িত্ব আহমদীয়া খেলাফতকে রক্ষা করা। এর অর্থ নিরাপত্তার দায়িত্ব পালন করা নয়। বরং, এটি দাবি করে যে খোদ্দাম যেন যুগ খলীফার কথাগুলো কান পেতে শোনেন এবং হুবহু অনুসরণ করেন। এ যুগের জিহাদ হলো, খলীফার নির্দেশাবলীর উপর আমল করা যা মানবজাতিকে ইসলামের শান্তিপূর্ণ শিক্ষার দিকে পথ প্রদর্শন করছে।"